হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার ধারণা

একত্ববাদ

পুরো পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা মহান মালিক আল্লাহ্। তিনি এক, তিনি ব্যতীত আর কোন মালিক নেই। যুগে যুগে যত নবীগণ এসেছিলেন, সকল নবীর মূল শিক্ষা ছিল একত্ববাদ, কিন্তু পরবর্তীকালে সেই নবীর অনুসারীরা সেই মালিকের সাথে অন্য কাউকে শরিক করা শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু তারা অনেক চেষ্টা করার পরও তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে একেশ্বরবাদ ও রিসালাতের কথা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন হিন্দুধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদে তাওহীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

১। ঋগ্বেদ আছে:-

"একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি, নেহ না নাস্তি কিঞ্চন।

অর্থ: পরমেশ্বর এক তিনি ব্যতীত কেহ নেই।[১]

২। ঋগ্বেদে আছে

য এক ইত্তমুষ্টুহি কৃষ্টীনাং বিচর্ষানিঃ।

অর্থ : যিনি সবদর্শী ও বর্ষণশীল, তিনি এক।[২]

একত্ববাদ সম্পর্কে হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থে আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে

ঈশ্বর নিরাকার

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন

চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম স কারনং

করানাধি পাধিপো ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা ন চাধিপ।[৩]

এই জগতে তাহার প্রভু কেউ নেই নিয়ন্তা ও কেহ নেই এমন কোন লিঙ্গ বা চিহ্ন নেই যাহা দ্বারা তাহাকে অনুমান করা চলে। তিনি সকলের কারণ; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাদেরও অধিপতি তাহার কোন জনক বা অধ্যক্ষ নেই।

"মা দুর্গার কাঠামো " বইটির শুরুতেই লেখা আছে। বেদের ঋষিরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন "ঈশ্বর নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান"। প্রকৃতির মধ্যে তারা পাইয়াছিলেন ঈশ্বরের নানা শক্তির পরিচয়।[৪]

মূর্তি পূজা যেভাবে শুরু হয়

মা দূর্গার কাঠামো -বইতে এভাবে আছে যে, বেদের দেবতাদের চেহারা ছিল না। ঋষিরা যজ্ঞ করতেন এবং স্তব-স্তুতি করে সেই যজ্ঞে (মুরাকাবা) দেবতাদের আহ্বান করতেন। দেবতারা সংখ্যায় অনেক, কিন্তু এক ঈশ্বরের বহু প্রকাশ। অনেক দিন পরে ঋষিদের কাছে তা আবার প্রতিভাত হইল।

---

[১]-কঠোপনিষদ ২:১:১১, কল্কিঅবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব-পৃ.৫৭

[২]- ঋগ্বেদ-৬ মণ্ডল ৪৫ সুক্ত ১৬ মন্ত্র

[৩]**শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/৯**

[৪]-মা দুর্গার কাঠামো-২

সত্যং শিবং সুন্দরম্।

বিজ্ঞানমানন্দং বম্মনং।।

ঈশ্বর ব্রহ্ম, তিনি সত্যস্বরূপ, মঙ্গলময় ও সকল সৌন্দর্যের আধার। তিনি জ্ঞানময়ও আনন্দস্বরূপ।

মূলকথা : সনাতন ধর্মের শুরুর দিকে মূর্তিপূজার প্রথা ছিল না তারা শুধু ধ্যান তথা মুরাকাবা করতো। এরপর তাদের ধর্মের ঋষিরা মুরাকাবা করে একটি রূপ দিয়েছে এবং তাকে উছিলা করে মূল ঈশ্বরের পূজা করে।[৫]

আল্লাহ্‌র কোন শরিক নেই

আল্লাহ্‌র কোন শরিক নেই। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। এ কথাটি সকল ধর্মে স্বীকৃত। হিন্দুধর্মও এ কথা বলে-

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গাম।

স কারনং করনাধি পাধিপে ন চাস্যকচিৎ জনিতা ন চাধিপ :॥ ৯

অর্থ : এই জগতে তাহার প্রভু কেহ নেই,নিয়ন্তাও কেহ নেই। এমন কোন লিঙ্গ বা চিহ্ন নেই যাহা দ্বারা তাহাকে অনুমান করা চলে। তিনি সকলের কারণ ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতা দেবতাদেরও অধিপতি; তাহার কোন জনক বা অধ্যক্ষ নাই।[৬]

মূর্তিপূজাকারীর শাস্তি

১। অন্ধকারে প্রবেশ করা ঃ

যজুর্বেদে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে এবং মূর্তিপূজারীর শাস্তি সম্পর্কে বিধান দেয়া হয়েছে। ''অন্ধকারে (নরকে) প্রবেশ করবে তারা, যারা প্রকৃতির পূজা করে (যেমন আগুন, পানি, বাতাস)। আর যারা মূর্তিপূজা করে, তারা আরো বেশি অন্ধকারে প্রবেশ করবে (শম্ভুতি- যেমন : চেয়ার, টেবিল, অর্থাৎ মানুষের বানানো বস্তু)।'' দেখুন-

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসংভূতিমুপাসতে।

ততো ভুয় ইব তে তমো য উ সম্ভুত্যাঃরতাঃ।।

যারা অবিদ্যা কাম্য কর্মের বীজ স্বরূপ প্রকৃতির উপসনা করে, তারা অন্ধকার সংসারে প্রবেশ করে। আর যারা কার্যব্রহ্মে আসক্ত হয় তারা তাহা থেকেউ অধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে। [৭]

---

[৫]-মা দুর্গার কাঠামো

[৬] -শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-৬নং অধ্যায় ৯নং মন্ত্র

[৭]-যজুর্বেদ ৪০/৯ পৃ২০৫